জাতীয় পরামর্শসভা ডাকতে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি জাসদের আহবান

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদের সভাপতি হাসানুল হক ইনু এমপি ও সাধারণ সম্পাদক শিরীন আখতার এমপি সোমবার এক বিবৃতিতে বলেছেন, বৈশ্বিক মহামারী করোনা বাংলাদেশের জন্যও জাতীয় দুর্যোগের ঝুঁকি তৈরি করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মী-জনপ্রশাসন-পুলিশ-সশস্ত্র বাহিনী-জনপ্রতিনিধিদের সাথে নিয়ে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবিলায় দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন।

জাসদ নেতৃদ্বয় বলেন, যে কোনো মহামারী বা জাতীয় দুর্যোগে সরকার ও প্রশাসনই সামনে থেকে মাঠে কাজ ও সামগ্রিক সমন্বয় সাধন করে। এটাই মহামারী বা জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা সার্বজনীন পথ। মহামারী বা দুর্যোগ মোকাবিলায় জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে সরকারের পাশে থাকতে হয়। মহামারী বা দুর্যোগকালে রাজনৈতিক দলগুলিকেও দলীয় রাজনীতির ঊর্ধে উঠে জনগণকে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ করে সরকারের পাশে দাঁড়ায়। রাজনৈতিক দলগুলি দলীয় রাজনীতির ঊর্ধে উঠে সরকার ও প্রশাসনকে সহযোগিতা করলে সরকার ও প্রশাসনের পক্ষে মহামারী বা দুর্যোগ মোকাবিলা অনেক সহজ হয়।

এই বিবেচনা থেকেই জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু ও সাধারণ সম্পাদক শিরীন আখতার করোনা দুর্যোগ মোকাবিলায় জাতীয় ঐক্য জোরদার করতে ও জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তুলতে অবিলম্বে জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকবৃন্দ, বিশিষ্ট অর্থনীতিবীদগণ, প্রশাসন পরিচালনায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ, সম্পাদক পরিষদসহ শীর্ষ সাংবাদিকদের পরামর্শ নেওয়ার জন্য ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ ও ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পরামর্শ গ্রহণ করার জন্য জাতীয় পরামর্শসভা ডাকতে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহবান জানিয়েছেন। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

বিএনপি নেতা জাকিরের ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সদস্য ও পিচ এম্বাসেডর জাকির হোসেন এর উদ্যোগে ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত রয়েছে। শুক্রবার মেহেরপুর শহরের প্রায় ৩০টি পরিবারের হাতে ব্যক্তিগত ভাবে ত্রাণ খাদ্য সামগ্রী পৌছে দেন।

মেহেরপুর জেলা যুবদলের সদস্য ও ৫ নং ওয়ার্ড যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম মনি এই ত্রাণ সামগ্রী বাড়ি বাড়ি গিয়ে পৌছে দেন।

অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত থাকবে বলে জানান জাকির হোসেন।

খালেদা জিয়ার হোম কোয়ারেন্টাইন শেষ, পুত্রবধূর তত্ত্বাবধানে চলছে চিকিৎসা

শর্তসাপেক্ষে জামিনে মুক্তির পর বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার নির্ধারিত ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইন শেষ হয়েছে। তবে করোনা পরিস্থিতির উন্নতি না পর্যন্ত তিনি ‘হোম কোয়ারেইনটাইনেই’ থাকবেন বলে জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

বৃহস্পতিবার গণমাধ্যমকর্মীদের এ তথ্য জানিয়েছেন তিনি।

মহাসচিব মির্জা ফখরুল বলেন, করোনাভাইরাসের সংক্রমণে এখন সারা বিশ্বের টালমাটাল অবস্থা বিরাজ করছে। দেশেও এখন লকডাউনের মতো অবস্থা হয়ে গেছে-এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে শতভাগ কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে। সেখানে তিনি নিরাপদে আছেন।

মির্জা ফখরুল আরও বলেন, যখন এই পরিস্থিতির উন্নতি হবে তখনই পরবর্তী অবস্থার কথা আমরা চিন্তা করবো।

তিনি বলেন, ম্যাডাম যথেষ্ট অসুস্থ, এখনো তার শারীরিক অবস্থার খুব বেশি উন্নতি হয়নি। আমাদের দাবি ছিল দেশের বাইরে নিয়ে তাকে চিকিৎসা দেয়ার। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেটার অনুমতি নেই। আর করোনার কারণে দেশের এখন যে সার্বিক অবস্থা তাতে সব ডাক্তার ঠিতমতো সার্ভিস দিতে পারছেন না। তার ব্যক্তিগত চিকিৎসকরা যতটুকু পারছেন চিকিৎসা দিচ্ছেন।

একটা মূল বিষয় ছিল যে, তাকে চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া- আমাদের দাবিটা ছিল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে তারা বলেছেন যে, দেশের বাইরে যাওয়া যাবে না।’

এদিকে বিএনপি’র ভাইস চেয়ারম্যান ডা. এজেডএম জাহদ হোসেন সাংবাদিকদের জানান, দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্ত্রী ডা. জোবাইদার তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় বেগম জিয়ার চিকিৎসা চলছে। তিনি লন্ডন থেকে চিকিৎসার সার্বিক বিষয় দেখাশোনা করছেন বলেও জানান ডা. জাহিদ।

গত ২৫ মার্চ নির্বাহী আদেশে ৬ মাস সাজা স্থগিত রেখে খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেয় সরকার। ওইদিন বিকেল ৫টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের থেকে মুক্তি পেয়ে অসুস্থ খালেদা জিয়া গুলশানের বাসা ফিরোজায় অবস্থান করছেন।

বিডি প্রতিদিন

দামুড়হুদায় সরকারি চাল আত্মসাতের অভিযোগে ইউপি মেম্বর অবরুদ্ধ

চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগরের আপন ভাইয়ের ছেলের গুদামে পাওয়া গেছে ১০ টাকা মূল্যের ২৯ বস্তা সরকারি চাল।

অভিযোগ উঠেছে এমপির ভাইপো গিয়াস উদ্দিন ডেলিসের গুদামে চাল পাচারের পর খবর পেয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার তা জব্দ করেছেন। বুধবার রাতে দামুড়হুদা উপজেলার লোকনাথপুর এলাকা থেকে এ চাল নিয়ে যাওয়া হয় পাশের বাস্তুপুর এলাকায় ডেলিসের গুদামে। এরপর বিষয়টি জানাজানি হলে চাল পাচারে সহযোগিতার অভিযোগ এনে এলাকাবাসী ইউপি মেম্বর রিকাত আলীকে অবরুদ্ধ করে।

স্থানীয়রা জানান, বুধবার রাত ৮টার দিকে ওয়ার্ড মেম্বর রিকাত আলী হাউলী ইউনিয়নের গোডাউনে থাকা ১০ টাকা মূল্যের ২৯ বস্তা সরকারি চাল আলমসাধু (ভটভটি) বোঝাই করে পাশের বাস্তুপুর গ্রামে নিয়ে যায়। সেখানে খাদ্য বিভাগের তালিকাভুক্ত ডিলার একই এলাকার রঘুনাথপুর গ্রামের মৃত মফিদুল হকের ছেলে গিয়াস উদ্দিন ডেলিসের গুদামে রাখা হয়। বিষয়টি জানাজানি হলে এলাকাবাসী ইউপি মেম্বরকে অবরুদ্ধ করে।

সংশ্লিষ্ট ডিলার গিয়াস উদ্দিন ডেলিস বলেন, তিনি হাউলী ইউনিয়নের দুটি ডিলারের চাল বিতরণ করেন। সম্প্রতি হতদরিদ্রদের তালিকা কিছুটা রদবদল হওয়ায় বাস্তুপুর এলাকার কয়েকজন দরিদ্র তাদের চাল নিতে পারেনি। তাদের জন্য বরাদ্দকৃত ২৯ বস্তা চাল বাস্তুপুরে নিয়ে আসা হয়।

ওয়ার্ড মেম্বর রিকাত আলী জানান, সম্প্রতি প্রশাসনের নিয়মমতো হতদরিদ্রদের তালিকায় ১০ শতাংশ রদবদল হয়েছে। এর ফলে যাদের নাম তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে তারা ভুল বুঝে তাকে অবরুদ্ধ করে।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার এসএম মুনিম লিংকন জানান, অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। সংশ্লিষ্ট ডিলারের স্টক রেজিস্ট্রার ও মাস্টাররোল সংগ্রহ করা হয়েছে। অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

করোনা মোকাবেলায় দামুড়হুদা

ছাত্রলীগের কর্মসূচি

চলমান বিশ্বের ভয়াবহ আতঙ্ক করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আরিফুল মল্লিক (আরিফ)এর নেতৃত্বে ও পরিচালনায় জীবানুনাশক স্প্রে করা এবং মাস্ক, সাবান বিতরণ করা হয়।

উপজেলা ছাত্রলীগ গতকাল সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সমস্ত এলাকা সরজমিনে পরিদর্শনপূর্বক এলাকার বিভিন্ন পাড়া মহল্লা গুরুত্তপূর্ণ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে খণ্ড খণ্ড পথসভা ও উঠান বৈঠক করে করোনা সম্পর্কে আতঙ্কিত না হয়ে সচেতন হতে জনগণকে পরামর্শ দেন।

এ সময় উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি বলেন, করোনা থেকে সেভ থাকতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কোনো বিকল্প নেই।

এ সময় তিনি আরো বলেন, প্রতি আধাঘণ্টা বা এক ঘণ্টা অন্তর যদি হাত- পা সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলি ও জীনানুনাশক স্প্রে হাতে লাগিয়ে ফেলি তাহলে ৯৯% আমরা ঝুঁকিমুক্ত থাকবো ইনশাআল্লাহ।

এ সময় তিনি জেলার অন্যতম অভিভাবক বার-বার বিপুল ভোটে নির্বাচিত এমপি হাজী আলী আজগার টগরের সালাম ও শুভেচ্ছা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেন।

একই সাথে উপজেলা ছাত্রলীগের এ শীর্ষনেতা আরো বলেন, আমাদের অভিভাবক হাজী আলী আজগর টগর এমপি বলেছেন, তাঁর শরীরে একফোঁটা রক্ত থাকা পর্যন্ত এ এলাকার কোনো মানুষ করোনায় মারা যাবেনা।

প্রয়োজনে যত টাকা পয়সায় লাগুক তিনি দেশে ও বিদেশের সর্বোচ্চ চিকিৎসা প্রদান করে তাদেরকে সুস্থ করে ভুক্তভোগী পরিবারে আনন্দময় পরিবেশের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখবেন।

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাঁরা কাজ

করছেন, পুরস্কৃত হবেন: প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, করোনাভাইরাস মোকাবিলায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চিকিৎসক, নার্সসহ স্বাস্থ্য খাতে যাঁরা নিয়োজিত আছেন, তাঁদের পুরস্কৃত করা হবে। কিন্তু যাঁরা পালিয়ে আছেন, তাঁরা এই প্রণোদনা পাবেন না।

আজ মঙ্গলবার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলার সময় এই মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আজ ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী সুনির্দিষ্ট কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন আজ। শেখ হাসিনা বলেছেন, দুঃসময় আসছে। এপ্রিল মাসে করোনাভাইরাস ব্যাপকভাবে হানা দিতে পারে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

Lifebuoy Soap
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, করোনাভাইরাস মোকাবিলায় যাঁরা জীবন বাজি রেখে কাজে নিয়োজিত, তাঁদের তিনি পুরস্কৃত করতে চান। তাঁদের তালিকা করতে বলেছেন তিনি। তাঁদের তিনি সম্মানী দিতে চান। তাঁরা বিশেষ ইনস্যুরেন্স পাবেন। দায়িত্ব পালনকালে কেউ আক্রান্ত হলে তাঁর চিকিৎসার সব ব্যবস্থা সরকার নেবে। পদমর্যাদা অনুযায়ী ৫ থেকে ১০ লাখ টাকার স্বাস্থ্যবিমা করা হবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এই বিমা পাঁচ গুণ বাড়ানো হবে। যাঁরা করোনার সময় কাজ করছেন, জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছেন, এই প্রণোদনা তাঁদের জন্য। আর যাঁরা পালিয়ে আছেন, তাঁরা এই প্রণোদনা পাবেন না। ভবিষ্যতে তাঁরা ডাক্তারি করতে পারবেন কি না, সে চিন্তাও করতে হবে। কেউ যদি এখন কাজে আসতে চান, তবে তিন মাস তাঁর কাজ দেখে তাঁদের কথা চিন্তা করা হবে। কাউকে শর্ত দিয়ে কাজে আনবেন না তিনি।

প্রধানমন্ত্রী আজ তাঁর ভিডিও কনফারেন্সে বিনা চিকিৎসায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রের মৃত্যুর বিষয়টি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ‘রোগী কেন ফেরত যাবে? রোগী দ্বারে দ্বারে ঘুরে কেন মারা যাবে? রোগী কোথায় কোথায় গেছে, সেসব ডাক্তারের নাম জানতে চাই।’

প্রধানমন্ত্রী আজ সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির বাইরে যাঁরা আছেন

এবং করোনা পরিস্থিতির কারণে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন, তাঁদের জন্য রেশনের ব্যবস্থা করতে বলেছেন। জাতীয় পরিচয়পত্রের মাধ্যমে তাঁরা রেশন কার্ড করতে পারবেন।

শেখ হাসিনা বলেন, যাঁরা দিন এনে দিন খান, ছোটখাটো ব্যবসা- বাণিজ্য করেন, তাঁদের কাজ বন্ধ হয়ে আছে। তাঁরা নানা ধরনের কষ্ট সহ্য করছেন। অনেকে আছেন, যাঁরা অনুদান নেবেন না, কিন্তু কিনে খেতে চান, তাঁদের জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। যাঁরা হাত পাততে পারবেন না, তাঁদের তালিকা করতে হবে। তাঁদের বাচ্চা নিয়ে যাতে কষ্ট না হয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এতটুকু মাটিও যেন অনাবাদি না থাকে। তিনি এ ব্যাপারে কৃষিমন্ত্রী, মৎস্যমন্ত্রীকে বলেছেন।

দুর্ভোগের সময় কেউ অনিয়ম করলে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ার করেছেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি উপসর্গ দেখা দিলেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে বলেছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘রোগ লুকাবেন না। এটা লজ্জার বিষয় না।’

মাঠপর্যায়ে যাঁরা করোনাভাইরাস মোকাবিলায় কাজ করছেন, প্রশাসন, সেনাবাহিনী, পুলিশসহ সবাইকে ধন্যবাদ দিয়েছেন শেখ হাসিনা।

সুত্র- প্রথম আলো

সব দলকে ঐক্যবদ্ধভাবে জনগণের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান

ওবায়দুল কাদেরের

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের পারস্পরিক দোষারোপ না করে ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে দেশের এই সংকটে বিএনপিসহ দেশের সকল রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধভাবে জনগণের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন। সোমবার তার সরকারি বাসভবনে ব্রিফিংকালে এ আহ্বান জানান তিনি।

বিএনপি নেতারা যেকোনো পরিস্থিতিতেই রাজনৈতিক ফায়দা লোটার অপতৎপরতায় লিপ্ত থাকেন মন্তব্য করে ওবায়দুল কাদের বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্যাকেজ প্রণোদনা ঘোষিত হওয়ার পর বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর যে মন্তব্য করেছেন তা ভিত্তিহীন, অযৌক্তিক এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দলের নেতাকর্মীসহ সকল স্তরের জনগণকে মানবিক বিপর্যয়ের এই সময়ে সবাইকে এক প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে অসহায় মানুষদের সহযোগিতার আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের।
তিনি করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে দেশে-বিদেশে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং যারা চিকিৎসাধীন আছেন তাদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, সরকারি ছুটি ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে, এ প্রেক্ষিতে গণপরিবহনও ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। তবে জরুরি সেবা, পণ্যবাহী যানবাহন, কাভার্ডভ্যান, ট্রাক চলাচল করবে, পণ্যবাহী পরিবহনে কোনোভাবেই জনগণ চলাচল করতে পারবে না।

সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

পাবনায় ছাত্রলীগ নেতা

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

করোনায় অর্থনীতি রক্ষায় ৮৭ হাজার কোটি টাকার তহবিল গঠনের দাবি বিএনপির

করোনাভাইরাস মহামারীর মধ্যে দেশের অর্থনীতিতে সম্ভাব্য মহাদুর্যোগ মোকাবেলায় সরকারের কাছে ৮৭ হাজার কোটি টাকার বিশেষ তহবিল গঠনের দাবি জানিয়েছে বিএনপি।

স্বল্পমেয়াদী খাতে ৬১ হাজার কোটি টাকা, মধ্য মেয়াদী খাতে ১৮ হাজার কোটি টাকা এবং অতিরিক্ত আরও ৮ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করেছে দলটি।

শনিবার গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দলের পক্ষ থেকে ২৭ দফা প্যাকেজ প্রস্তাবনা তুলে ধরেন।

স্বল্প-মেয়াদী পদক্ষেপ:

‘দিন এনে দিন খায়’ এই ক্যাটাগরির সব শ্রমিক, দিনমজুর, রিকশাওয়ালা, ভ্যানচালক, হকার, ভাসমান শ্রমিক, ছিন্নমূল, ভিক্ষুক, ভবঘুরে, সিএনজি ড্রাইভার, ভাড়াভিত্তিক গাড়ি চালক (উবার, পাঠাও ইত্যাদি), পরিবহন শ্রমিক, বস্তিবাসী ইত্যাদি মহামারীর কারণে ঘোষিত লকডাউনে কর্মহীন হয়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনতিবিলম্বে এদের মুখে খাবার তুলে দেয়া অপরিহার্য। এদের কারও কারও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকলেও অনেকেরই নাই। স্থানীয় প্রশাসন ও সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে এদের চিহ্নিত করে অনতিবিলম্বে চাল-ডাল-লবণ-তেলসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়ে দুর্নীতি ও জটিলতা এড়াতে পণ্যসামগ্রীর পরিবর্তে নগদ অর্থ দিতে হবে। অমর্ত্য সেন এর ভাষায়- নগদ টাকা দিয়ে দরিদ্ররা দুর্যোগ ভালোভাবে মোকাবেলা করতে পারে। কোনো প্রকারেই রাজনৈতিক বা দলীয় লোকজনকে এ কাজে সম্পৃক্ত করা যাবে না। প্রাথমিকভাবে এপ্রিল-মে-জুন এই তিন মাসের জন্য জনপ্রতি ১৫ হাজার টাকা বরাদ্দ করে অনতিবিলম্বে ঘরে ঘরে গিয়ে অর্থ নগদ

গেছে। গ্রামে তাদের কোন কর্মসংস্থান নেই। শাটডাউন চলতে থাকলে ঐ সময়ে বিপদগ্রস্ত এই জনগোষ্ঠীর মুখে খাবার তুলে দিয়ে এদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। স্থানীয় প্রশাসন ও সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে এদের আপদকালীন ভাতা হিসেবে প্রাথমিকভাবে ১ মাসের জন্য মাথাপিছু ৫০০০ টাকা করে অর্থ প্রদান করতে হবে। প্রয়োজনে এ সময়সীমা বৃদ্ধি করতে হবে।

অবিলম্বে দেশের বরেণ্য অর্থনীতিবিদ সমন্বয়ে একটি আপদকালীন অর্থনৈতিক Task Force গঠন করতে হবে।

মধ্য-মেয়াদী পদক্ষেপ:

কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে কতিপয় পদক্ষেপ বিলম্বে হলেও নেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত কোন ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ খেলাপী ধরা হবেনা। এই সময়কালীন ঋণের উপর কোনও সুদ আরোপ করা যাবেনা। সুদ মওকুফ করতে হবে। EMI (ঋণের নিয়মিত কিস্তি) পরিশোধ তিন মাসের জন্য স্থগিত করতে হবে। এ সময় শিল্প, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান Working capital এর Shortage হবে। সমস্ত ব্যাংকে Working capital দেয়ার জন্য নির্দেশনা দিতে হবে। নতুন করে Co-latral এর প্রয়োজন হবে না।

কেন্দ্রীয় ব্যাংককে এখনই ব্যাংক খাতে তারল্য বৃদ্ধি করার পদক্ষেপ নিয়ে ফিনানশিয়াল মার্কেটে আস্থা বৃদ্ধি করতে হবে। সম্প্রসারণশীল মনিটরিং পলিসি নিতে হবে। বেসরকারী খাতে ঋণ প্রবাহের প্রবৃদ্ধি ১০% এর নীচে নেমে গেছে, এটা নুন্যতম ১৫%-১৬% এ উন্নীত করতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের Policy rate, CRR, SLR, Repo এর rate কমাতে হবে, তবেই তারল্য বৃদ্ধি পাবে। একই সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংককে সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে SLR এর সীমার উর্ধে রক্ষিত সকল treasury bill এবং treasury bond কিনতে হবে যাতে ব্যাংকের treasury bond বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশ ব্যাংককে ক্ষুদ্র, মাঝারি শিল্পের জন্য এবং বিশেষ করে দেশের জন্য ব্যবহৃত পণ্য প্রস্তুতকরী প্রতিষ্ঠানের জন্য re-finance করতে হবে। নুন্যতম ১০ হাজার কোটি টাকার ফান্ড তৈরী করে সর্বোচ্চ ৩% হারে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিতে হবে যেটা সর্বোচ্চ ৫% এ শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ঋন হিসাবে পেতে পারে।

ব্যবসায় অচলাবস্থার কারণে যেসকল SME অর্থ প্রবাহ সমস্যায় পড়েছে তাদেরকে সুনির্দিষ্ট রিলিফ-প্যাকেজ দিতে হবে। যেমন- আপদকালীন সময়ে SMEs গুলোকে কর-রেওয়াত দিতে হবে, ঋণ পরিশোধ স্থগিত রাখতে হবে। বিদ্যুৎ ও অন্যান্য বিল পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনে সেক্টরভিত্তিক সাবসিডি প্রদান করতে হবে।

SME গুলোকে এই দুর্যোগ মোকাবেলায় পৃথক credit line বরাদ্দ করে তাদের জন্য পর্যাপ্ত credit flow নিশ্চিত করতে হবে।

রাজস্বনীতি, অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সরকারের ব্যয় সংযত করতে হবে। অপচয় বন্ধ করে সেই অর্থ দিয়ে রপ্তানীমুখী শিল্প, ঔষধ শিল্প এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় শিল্পকে আর্থিক প্রনোদনা দিতে হবে। বিশেষ করে কর নীতির আওতায় কর্পোরেট কর এর হার কমানো, আপদকালীন সময়ের জন্য কর মওকুফ করা এবং ব্যক্তিগত এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এর নিকট হতে advance income tax আদায় করা বন্ধ করতে হবে।

সরকারি অর্থ সংকুলান করার জন্য এডিবি থেকে অপ্রয়োজনীয়, অনুৎপাদনশীল ও কম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাদ দিতে হবে। অপচয় বন্ধ করতে হবে। কঠোর কৃচ্ছতা (austerity) অবলম্বন করতে হবে। মেগা প্রকল্প গুলোর অর্থ ব্যয় কিছুটা মন্থর করা যেতে পারে। সরকারের মন্ত্রী পরিষদ সচিব কতগুলো পদক্ষেপ ঘোষণা করেছেন প্রায় সবগুলোই শুধুই প্রশাসনিক পদক্ষেপ এবং জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে সরকারী কর্মকর কর্মকর্তাদের দায়িত্ব বন্টন। কোনও অর্থের বরাদ্দ নেই। এগুলো শুধুই কথামালা, বাস্তবায়ন হলেও কোন ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে না। সরকারকেই অর্থ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

কর্পোরেট সেক্টর এবং বড় বড় শিল্প খাতকে জাতীয় এ দুর্যোগ মোকাবেলায় অর্থায়নে এগিয়ে আসতে হবে, এটা তাদের সামাজিক দায়িত্ব (CSR) । এসময় বিভিন্ন মানব-হিতৈষী (philanthropic groups) গ্রুপ এবং এনজিও মানবসেবামূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে পারেন। ইতোমধ্যে সীমিত আকারে হলেও বেসরকারি উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে যা উৎসাহ ব্যঞ্জক।

যে সব দেশে আমাদের প্রবাসী শ্রমিক রয়েছে এ্খনই সেসব দেশের সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে প্রবাসীদের চাকুরী সুনিশ্চিত করতে হবে। তাদেরকে যেন ছাটাই (Pay off) না করতে হয়।

মহামারীর পর সম্ভাব্য বিপর্যয় এড়াতে হলে কৃষি ক্ষেত্রে সহায়তা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] gratuity [illegible]

[illegible] (self-employed) [illegible] start-up [illegible] (job creators not job seekers) [illegible]

[illegible] ‘minimum support price’ [illegible] (food chain) [illegible]

[illegible]

□□□□□-□□□□□□ □□□□□□□:

□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□

□ □□□□ □□□□□□□, □□□□□□□□ □ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ (reform) □□□□ □□□□ □□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ (structural policy) □□□□□ □□□□ □□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□ □ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□, □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □ □□□□□□□□□□ □□□□□, □□□□□□□ □□□, □□□□□, □□□□□□□□□□, □□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□

□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□/□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□

□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□-□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □% □□□□□□ □□□□ □□□□

□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□

সুত্র-যুগান্তর

‘তথ্য গোপন করে করোনাভাইরাস মহামারী এড়ানো যাবে না’-রিজভী

তথ্য গোপন করে করোনাভাইরাসের মহামারী এড়ানো যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেন, সরকারের তথ্য গোপন নীতির কারণেই দেশের করোনা পরিস্থিতির আসল চিত্র ফুটে উঠছে না।

ভেতরে ভেতরে সংক্রমণ হতে থাকলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে পারে। বরং সঠিক তথ্য দিয়ে এ রোগের ভয়াবহতা বুঝিয়েই জনগণকে কোয়ারেন্টিন মেনে চলতে অনুপ্রাণিত করতে হবে। করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধ, সুরক্ষা ও প্রতিকারে সরকারের পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য দিয়ে মানুষের আস্থা তৈরি করা উচিত।

রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার দুপুরে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

রিজভী বলেন, সরকারের ‘তথ্য গোপন পলিসি’র সমালোচনা করার কারণে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে কয়েকদিনে বিএনপির ১২ নেতাকর্মী ও চিকিৎসককে গ্রেফতার করা হয়েছে। অবিলম্বে তাদের মুক্তি দিন। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আনতে রোগের পরীক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়ে আসছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। তবে দেশে পরীক্ষা নিয়ে নানা জটিলতার খবর পাওয়া যাচ্ছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী কিংবা সরকারি পরিসংখ্যানের আপডেট এখন কেউ আর বিশ্বাস করছে না। অন্ধ হলেই কি বন্ধ হবে প্রলয়!

রিজভী বলেন, পরীক্ষা বাড়ানোর পাশাপাশি লকডাউন ও কোয়ারেন্টিনকে গুরুত্ব দিতে হবে। বিশেষজ্ঞদের শঙ্কা, হঠাৎই বাড়তে পারে ভয়াবহতা। সেক্ষেত্রে লকডাউন চালিয়ে যাওয়া, আরও বেশি বেশি টেস্ট করে পজেটিভ

রোগী খুঁজে আইসোলেশনে নিয়ে আসা কাজে আসতে পারে।

‘এ সংকটময় সময়েও বিএনপির নেতাকর্মীরা জনগণের পাশে দাঁড়ায়নি, তারা সরকারের সমালোচনা করে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার অপতৎপরতায় লিপ্ত’- বুধবার আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের এমন মন্তব্যের সমালোচনা করেন রিজভী। তিনি বলেন, কাদের সাহেবকে বলতে চাই, গণতন্ত্রকে জাদুঘরে পাঠিয়েছেন বলেই সরকারের ব্যর্থতা তুলে ধরাকে অপতৎপরতা হিসেবে অভিহিত করছেন। আপনাদের গণতান্ত্রিক মানস নেই বলেই সমালোচনা শুনলেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। এ মহাদুর্যোগে যখন মানুষ জাতীয় ঐক্যের কথা বলছে তখন ওবায়দুল কাদের সাহেবের বক্তব্য বিভাজন ও বিভেদেরই প্রতিফলন।

যখন করোনার প্রাদুর্ভাব শুরু হল তখন আমরাই রাজপথে নেমেছি, সারা দেশের সর্বত্র প্রথম সচেতনতা শুরু করেছি। আমরা ও আমাদের দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এ দুঃসময়ে দেশের সব রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, শ্রেণি-পেশার সংগঠন অর্থাৎ সর্বস্তরের জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে দুর্যোগ মোকাবেলা করার প্রথম আহ্বান জানিয়েছেন।

খালেদা জিয়ার নিরাপত্তার দাবি জানিয়ে রিজভী বলেন, বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে ২৬ মাস বিনা দোষে কারাগারে আটকে রাখা হয়েছিল। তাকে সাময়িক মুক্তি দেয়া হয়েছে। তিনি গুলশানের নিজ বাসায় অবস্থান করছেন। এমতাবস্থায় তার নিরাপত্তার জন্য চেয়ারপারসনের একান্ত সচিব আইজিপি বরাবর আবেদন করলেও এ বিষয়ে এখনও পুলিশের পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। অবিলম্বে খালেদা জিয়ার নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পুলিশের আইজিপির কাছে অনুরোধ করছি।

সুত্র-যুগান্তর